খবরে জেন্ডার - ১

Ebong Alap (June 13, 2017)

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে অত্রি কর। ছবি - Varta ওয়েবজিনের সৌজন্যে

জনস্বার্থ মামলা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ত্রিবেণীর অত্রি কর

হুগলি জেলার ত্রিবেণীর প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিকা অত্রি করের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ৫ ডিসেম্বর, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল তার রায়ে পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সমস্ত সরকারি চাকরির ফর্মে 'রূপান্তরকামী' অপশন যোগ করার নির্দেশ দেয়। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের নালসা রায় ঘোষণার দু' বছর পর এই রায় প্রমাণ করে সরকারী প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা এবং এইধরনের বিষয়ে সংবেদনশীলতার অভাব। যার বহু ভুক্তভুগির একজন অত্রি কর।

রূপান্তরকামী হিসাবে অত্রি করের লড়াই আর পাঁচজনের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। প্রতিদিন রাস্তায়, কলেজে, বন্ধুমহলে বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও হার মানেননি অত্রি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু প্রতিনিয়ত বিদ্রুপ ও অপমান ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। অত্রি নতুন করে বাধার সম্মুখীন হন ২০১৬ সালে, যখন স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ইন্টারভিউয়ের ডাক আসে। ২০১১/২০১২ সালে যখন ওই চাকরির পরীক্ষা দেন অত্রি, তখনও সুপ্রিম কোর্ট নালসা রায় ঘোষণা করেনি। ফলত অত্রিকে বাধ্য হয়ে 'পুরুষ' হিসাবেই পরীক্ষায় বসতে হয়। কিন্তু ২০১৪ সালের নালসা রায়ের পরও ২০১৬ সালের ইন্টারভিউয়ের ফর্মে পুরুষ ও নারী ভিন্ন তৃতীয় কোনও অপশন না থাকায় সমস্যায় পড়েন অত্রি। আবেদনের তারিখ ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকায় নিরুপায় অত্রি 'পুরুষ' হিসাবেই ফর্ম জমা দেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। সেই মামলা পরে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয় এবং মামলার রায় ইতিহাস তৈরি করে।

তথ্যসূত্র: Varta ওয়েবজিন। অত্রি করের সাক্ষাৎকার ও Varta-র বিষয়ে বিশদে জানতে এখানে ক্লিক করুন।